ড. ইউনূসের নোবেলপ্রাপ্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে ভার্সিটি সহকর্মীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, হল্যান্ড থেকে ॥ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর প্রথম শিক্ষকতা জীবনের সহকর্মীবৃন্দ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আজকের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি বা সংক্ষেপে (এমটিএসইউ)-তে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। সেখানে দু'বছর অর্থাৎ ১৯৭২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করার পর স্বদেশে ফেরত আসেন। এবং প্রথমে স্বাধীন দেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনে কিছুদিন কাজ করার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক ড. হানস মুলার যিনি সেই সময় অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান (১৯৬৯-১৯৭৩) ছিলেন অধ্যাপক ইউনুস সম্পর্কে মন্তব্য করেন। অর্থনীতি থিওরি নিয়ে প্রশ্ন করার মতো একজনের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমার এবং ইউনূস ছিলেন তার উপযোগী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধী-সম্পন্ন ও প্রখর বুদ্ধিমান। অধ্যাপক ইউনূসকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেন তিনি।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনূসের আর এক প্রাক্তন সহকর্মী ড. কোয়েশি কোয়াহিতো বলেন, "ইউনূস ছিলেন একজন বিজ্ঞ ও গ্লোবাল চিন্তাবিদ। তাঁর সেন্স অব হিউমারও ছিল প্রচুর।' ড. কোয়াহিতো বর্তমান উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপান-ইউএস প্রোগ্রামের পরিচালক। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষক হিসাবে যোগদানের প্রথম দিনেই মাত্র এক ঘণ্টার নোটিসে তাঁকে ইউনূসের সঙ্গে ক্লাস বদল করতে হয়। ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতাকালীন অধ্যাপক ইউনূসের 'স্পেশালিজাইজেন" ছিল। ম্যাক্রো অর্থনীতি ও মাইক্রো অর্থনীতি–এ দূয়ের যা ড. কোয়াহিতোর মতে আজকের দিনের অর্থনীতিতে খুব একটা দেখা যায় না।
অধ্যাপক ইউনূসের আর এক সহকর্মী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক এমিরিটাস (১৯৬৪-১৯৯৮) ড. বিলি বালচ বলেন, "ইউনূস ছিলেন একজন চমৎকার এবং খাঁটি প্রফেশনাল ব্যক্তি। তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমান। অন্যান্য ফ্যাকাল্টির সাথে তিনি খুব একটা মেলামেশা করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পড়ুয়া এবং কঠোর পরিশ্রমী। তিনি যে আজ সফল হয়েছেন তাতে আমি মোটেও অবাক হইনি।"

বাংলার গৌরব অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস অন্য ফ্যাকাল্টির সঙ্গে তেমন উঠবস না করলেও ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কিছু কিছু কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন বলে মন্তব্য করেন ড. মুলার। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাকিস্তানী স্বৈরাচারের অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অধ্যাপক ইউনূস স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে সহানুভূতি অর্জনের লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে 'রাজনৈতিক কার্টুন' টাঙ্গানো শুরু করেন। সম্ভবত সেই সময় তাঁর ভেতর লুকিয়ে ছিল তাঁর আগামী দিনের কর্মসূচী। মিডেল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন এমন শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক ইউনূস দ্বিতীয় যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগে ১৯৮৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন আরেক শিক্ষক, অধ্যাপক জেমস এম বুচানন। বুচানন বর্তমানে ভার্জিনিয়ার ফেমারফ্যাক্সে জর্জ মেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব পাবলিক চয়েস-এর পরিচালক।